- (প্রস্তাবিত অংশে সবুজ রং দ্বারা সংশোধন, বেগুনি রং দ্বারা নতুন সংযোজন এবং লাল রং দ্বারা বিয়োজন বুঝানো হয়েছে)

ক্র: নং	কোম্পানি আইন, ১৯৯৪	কোম্পানি (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ২০২৬	যৌক্তিকতা/মন্তব্য
১)	২(ন) "সচিব" বলিতে এই আইনের অধীনে সচিবের কর্তব্য এবং অন্য কোন নির্বাহী বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনার্থে নিযুক্ত এবং নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন একক ব্যক্তিকে বুঝাইবে;	২(ন) "কোম্পানি সচিব" বলিতে এই আইনের অধীনে কোম্পানির সাচিবিক দায়িত্ব এবং অন্য কোন নির্বাহী বা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনার্থে নিযুক্ত এবং নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন কোন একক ব্যক্তিকে বুঝাইবে;	**প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার পদের নাম ও সংজ্ঞার সাথে কোম্পানির সচিবের পদের নাম ও সংজ্ঞার বিভ্রান্তি দূরীকরণের জন্য সচিবের পরিবর্তে কোম্পানি সচিব ও সংজ্ঞায় সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে।**
২)		**২(ব) কোম্পানি প্রতিনিধি** (Company representative) বলিতে কোম্পানি কর্তৃক মনোনীত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পরিচালক, কোম্পানি সচিব, ম্যানেজার বা অন্য কোন কর্মকর্তা, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমন্টে একাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটোরি, আইনজীবী, এবং আইটিপি (Income Tax Practitioners) বুঝাইবে;	**কোম্পানি আইন ও কোম্পানির কার্যাদি সম্পাদনে প্রতিনিধি মনোনয়নের বিষয়টি অর্ন্তভুক্তকরণ।**
৩)		**২(ভ) দলিলাদি (documents)** বলিতে এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কাগজে বা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে রক্ষিত কোম্পানি সংক্রান্ত সকল রেকর্ড, সমন, নোটিশ, রিকিউজিশন, আদেশ, ঘোষণা, চুক্তি, ফরম ও রেজিস্টার অন্তর্ভূক্ত হইবে;	**তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল মাধ্যমে কোম্পানির দলিলাদি সম্পাদন ও সংরক্ষণের বিধানে অর্ন্তভুক্তকরণ।**

৪)		**২(ম) হিতগ্রাহী স্বত্ব (Beneficial Ownership)** অর্থে সেই প্রাকৃতিক সত্তা বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইবে যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মালিকানাস্বত্ব ভোগ করেন; অথবা মালিকানা বা ধারাবাহিক মালিকানা/নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোম্পানিতে প্রকৃত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন; অথবা যিনি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন; অথবা যিনি কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড/পরিষদ বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিয়োগ বা অপসারণের ক্ষমতা রাখেন; অথবা যিনি কোম্পানির দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন।	**BFIU কর্তৃক প্রস্তাবিত Beneficial Ownership সংক্রান্ত বিধানাবলী নতুনভাবে সংযোজিত।**
৫)	**১১। কোম্পানির নাম এবং উহার পরিবর্তন:** (১) কোন কোম্পানি এমন নামে নিবন্ধিকৃত হইবে না, যে নামে একটি বিদ্যমান কোম্পানি ইতিপূর্বে নিবন্ধিকৃত হইয়া উক্ত নামেই বহাল আছে অথবা যে নামের সহিত প্রস্তাবিত নামের এমন সাদৃশ্য থাকে যে, উক্ত সাদৃশ্যের ফলে প্রতারণা করা সম্ভব; তবে বিদ্যমান কোম্পানিটি অবলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন থাকিলে এবং রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে উক্ত কোম্পানি লিখিত সম্মতিদান করিলে, বিদ্যমান কোম্পানির নামে বা উহার সাদৃশ নামে প্রথমোক্ত কোম্পানিটি নিবন্ধিকৃত হইতে পারে৷ (২) অসতর্কতার কারণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, যদি কোন কোম্পানি উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সম্মতি গ্রহণ না করিয়া পূর্বে নিবন্ধিকৃত বিদ্যমান কোন কোম্পানির নামে নিবন্ধিকৃত হয় অথবা বিদ্যমান কোম্পানির নামের সাদৃশ্য এমন কোন নামে নিবন্ধিকৃত হয়, যে উক্ত সাদৃশ্যের ফলে প্রতারণা করা সম্ভব, তাহা	**১১। কোম্পানির নাম এবং উহার পরিবর্তন:** (১) কোন কোম্পানি এমন নামে নিবন্ধিকৃত হইবে না, যে নামে একটি বিদ্যমান কোম্পানি ইতিপূর্বে নিবন্ধিকৃত হইয়া উক্ত নামেই বহাল আছে অথবা যে নামের সহিত প্রস্তাবিত নামের এমন সাদৃশ্য থাকে যে, উক্ত সাদৃশ্যের ফলে প্রতারণা করা সম্ভব; তবে বিদ্যমান কোম্পানিটি অবলুপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াধীন থাকিলে এবং রেজিষ্ট্রার কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে উক্ত কোম্পানি লিখিত সম্মতিদান করিলে, বিদ্যমান কোম্পানির নামে বা উহার সাদৃশ নামে প্রথমোক্ত কোম্পানিটি নিবন্ধিকৃত হইতে পারে৷ (২) অসতর্কতার কারণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, যদি কোন কোম্পানি উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত সম্মতি গ্রহণ না করিয়া পূর্বে নিবন্ধিকৃত বিদ্যমান কোন কোম্পানির নামে নিবন্ধিকৃত হয় অথবা বিদ্যমান কোম্পানির নামের সাদৃশ্য এমন কোন নামে নিবন্ধিকৃত হয়, যে উক্ত সাদৃশ্যের ফলে প্রতারণা করা সম্ভব, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি রেজিষ্ট্রারের নির্দেশ মোতাবেক, অনধিক একশত বিশ দিনের মধ্যে উহার নাম পরিবর্তন করিবে অন্যথায়, রেজিস্ট্রার নাম	**প্রতারণামূলক নামে গঠিত কোম্পানির নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিধানটি প্রস্তাব করা হয়েছে।**

	হইলে প্রথমোক্ত কোম্পানি রেজিষ্ট্রারের নির্দেশ মোতাবেক, অনধিক একশত বিশ দিনের মধ্যে উহার নাম পরিবর্তন করিবে। (৩) যদি কোন কোম্পানি উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি অনুরূপ ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন সময়ের প্রতিদিনের জন্য পাঁচশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তিনিও প্রতিদিনের জন্য একশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	পরিবর্তনের আদেশ অমান্য করিবার জন্য অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে। (৩) যদি কোন কোম্পানি উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি অনুরূপ ব্যর্থতা অব্যাহত থাকাকালীন সময়ের প্রতিদিনের জন্য পাঁচ হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন তিনিও প্রতিদিনের জন্য পাঁচশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
৬)	**১১ক। সীমিতদায় কোম্পানি সনাক্তকরণ (Indication of Limited Company):** এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সীমিতদায় কোম্পানি নিম্নবর্ণিতভাবে সনাক্ত করিতে হইবে, যথা:- (ক) সীমিতদায় পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "পাবলিক সীমিতদায় কোম্পানি" বা "PLC." শব্দসমূহ লিখিতে হইবে; (খ) সীমিতদায় প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "সীমিতদায়" বা "LTD.'' শব্দ লিখিতে হইবে;	**১১ক। সীমিতদায় কোম্পানি সনাক্তকরণ (Indication of Limited Company):** এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সীমিতদায় কোম্পানি নিম্নবর্ণিতভাবে সনাক্ত করিতে হইবে, যথা:- (ক) সীমিতদায় পাবলিক কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "পাবলিক সীমিতদায় কোম্পানি" বা "PLC." শব্দসমূহ লিখিতে হইবে; (খ) সীমিতদায় প্রাইভেট কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "সীমিতদায়" বা "LTD.'' শব্দ লিখিতে হইবে;	**ধারা ২৯ এর অধীন নিবন্ধিত কোম্পানিসমূহ সনাক্তকরণ শব্দ দ্বারা চিহ্নিতকরণ।**

	(গ) সীমিতদায় এক ব্যক্তি কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "এক ব্যক্তি কোম্পানি বা One Person Company বা OPC" শব্দসমূহ লিখিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২৮ এর অধীন মুনাফা ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্য বিশিষ্ট সমিতি এবং ধারা ২৯ এর অধীন গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।	(গ) সীমিতদায় এক ব্যক্তি কোম্পানির ক্ষেত্রে উহার নামের শেষে "এক ব্যক্তি কোম্পানি বা One Person Company বা OPC" শব্দসমূহ লিখিতে হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২৮ এর অধীন মুনাফা ব্যতীত ভিন্ন উদ্দেশ্য বিশিষ্ট সমিতির এবং ধারা ২৯ এর অধীন গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানির ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।	
৭)	**১২। সংঘস্মারক পরিবর্তন:** (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কোম্পানি উহার বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে, নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে, কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইহার সংঘস্মারকের বিধানসমূহ পরিবর্তন করিতে পারে, যথা :- (ক) মিতব্যয়িতা বা অধিকতর দক্ষতার সহিত উহার কার্যাবলী (business) পরিচালনা করা; অথবা (খ) নূতন বা উন্নততর উপায়ে উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা; অথবা (গ) যে সকল এলাকায় উহার কার্যাবলী পরিব্যাপ্ত সেই সকল এলাকার সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন করা; অথবা (ঘ) বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোম্পানির কার্যাবলীর সহিত সুবিধাজনকভাবে বা লাভজনকভাবে সংযুক্ত হইতে পারে এমন কোন কার্যাবলী পরিচালনা করা; অথবা	**১২। সংঘস্মারক পরিবর্তন:** (১) এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কোন কোম্পানি উহার বিশেষ সিদ্ধান্তক্রমে, নিম্নলিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনে, কোম্পানির উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইহার সংঘস্মারকের বিধানসমূহ পরিবর্তন করিতে পারে, যথা :- (ক) মিতব্যয়িতা বা অধিকতর দক্ষতার সহিত উহার কার্যাবলী (business) পরিচালনা করা; অথবা (খ) নূতন বা উন্নততর উপায়ে উহার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা; অথবা (গ) যে সকল এলাকায় উহার কার্যাবলী পরিব্যাপ্ত সেই সকল এলাকার সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন করা; অথবা (ঘ) বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কোম্পানির কার্যাবলীর সহিত সুবিধাজনকভাবে বা লাভজনকভাবে সংযুক্ত হইতে পারে এমন কোন কার্যাবলী পরিচালনা করা; অথবা (ঙ) সংঘস্মারকে নির্দিষ্টকৃত যে কোন উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা বা উহাতে বাধা-নিষেধ আরোপ করা; অথবা	**ব্যবসা সহজিকরণ ও কোম্পানির সংঘস্মারক সংশোধনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে কোম্পানির সংঘস্মারক সংশোধনের বিষয়টি আদালতের পরিবর্তে রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সংশোধন অনুমোদনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।**

	(ঙ) সংঘস্মারকে নির্দিষ্টকৃত যে কোন উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করা বা উহাতে বাধা-নিষেধ আরোপ করা; অথবা (চ) কোম্পানির গৃহীত কোন উদ্যোগের (undertaking) সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ বিক্রয় বা নিষ্পত্তি করা; অথবা (ছ) অন্য কোন কোম্পানি বা ব্যক্তি-সংঘের সহিত একত্রিত হওয়া। (২) উক্ত পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে আবেদন করিবার পর আদালত কর্তৃক তাহা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং আদালত কর্তৃক যতটুকু গৃহীত হয় ততটুকুর অতিরিক্ত উহা কার্যকর হইবে না। (৩) উক্ত পরিবর্তন অনুমোদনের পূর্বে আদালতকে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে, - (ক) কোম্পানির প্রত্যেক ডিবেঞ্চারধারীকে এবং পরিবর্তনের ফলে আদালতের মতে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পর্যাপ্ত নোটিশ দেওয়া হইয়াছে; এবং	(চ) কোম্পানির গৃহীত কোন উদ্যোগের (undertaking) সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ বিক্রয় বা নিষ্পত্তি করা; অথবা (ছ) অন্য কোন কোম্পানি বা ব্যক্তি-সংঘের সহিত একত্রিত হওয়া। (২) উক্ত পরিবর্তন সাধন সম্পর্কে আবেদন করিবার পর রেজিস্ট্রার কর্তৃক তাহা অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক যতটুকু গৃহীত হয় ততটুকুর অতিরিক্ত উহা কার্যকর হইবে না। (৩) উক্ত পরিবর্তন অনুমোদনের পূর্বে রেজিস্ট্রার এই মর্মে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে, - (ক) কোম্পানির প্রত্যেক ডিবেঞ্চারধারীকে এবং পরিবর্তনের ফলে রেজিস্ট্রারের মতে যাহাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইবে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পর্যাপ্ত নোটিশ দেওয়া হইয়াছে; এবং (খ) রেজিস্ট্রারের বিবেচনায় উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে আপত্তি করার অধিকারী প্রত্যেক পাওনাদার তাহার আপত্তি, যদি থাকে, তা উত্থাপনের সুযোগ পাইয়াছে অথবা উক্ত পাওনাদারের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছে, অথবা তাহার পাওনা বা দাবী পরিশোধ করা হইয়াছে, অথবা উক্ত পাওনা বা দাবী পরিশোধের জন্য জামানত দেওয়া হইয়াছে:	

	(খ) আদালতের বিবেচনায় উক্ত পরিবর্তন সম্পর্কে আপত্তি করার অধিকারী প্রত্যেক পাওনাদার তাহার আপত্তি, যদি থাকে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উত্থাপনের সুযোগ পাইয়াছে অথবা উক্ত পাওনাদারের সম্মতি গ্রহণ করা হইয়াছে, অথবা তাহার পাওনা বা দাবী পরিশোধ করা হইয়াছে, অথবা আদালতের সন্তুষ্টি মোতাবেক উক্ত পাওনা বা দাবী পরিশোধের জন্য জামানত দেওয়া হইয়াছে : তবে শর্ত থাকে যে, আদালত বিশেষ কোন কারণবশতঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এই উপ-ধারার অধীন প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান করার ব্যাপারে কোম্পানিকে অব্যাহতি দিতে পারে।	তবে শর্ত থাকে যে, রেজিস্ট্রার বিশেষ কোন কারণবশতঃ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এই উপ-ধারার অধীন প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদান করার ব্যাপারে কোম্পানিকে অব্যাহতি দিতে পারে।	
৮)	**১৩। পরিবর্তন অনুমোদনের ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতাঃ** আদালত উহার বিবেচনামত উপযুক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুমোদন করিতে পারিবে এবং খরচের ব্যাপারে উহার বিবেচনামত যথোপযুক্ত আদেশ দিতে পারিবে।	**১৩। [বিলুপ্ত]**	**ধারা ১২ এর সংশোধনের সাথে সর্ম্পকিত।**
৯)	**১৪। আদালতের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (discretion) প্রয়োগঃ** আদালত ধারা ১২ এবং ১৩ মোতাবেক উহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগকালে কোম্পানির সদস্যগণ কিংবা তাহাদের যে কোন শ্রেণীর এবং পাওনাদারগণের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; এবং আদালত উপযুক্ত মনে করিলে উহার কার্যধারা মূলতবী রাখিতে পারিবে, যাহাতে কোম্পানির ভিন্ন মতাবলম্বী সদস্যগণের স্বত্ব ক্রয়ের জন্য আদালতের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি	**১৪। পরিবর্তন অনুমোদনের বিষয়ে আপিলঃ** রেজিস্ট্রারের কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তিগণ বা পাওনাদারগণ প্রতিকারের জন্য নির্ধারিত ফিস প্রদান পূর্বক ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে । এবং ধারা ১২ এবং ১৩ মোতাবেক ক্ষমতা প্রয়োগকালে কোম্পানির সদস্যগণ কিংবা তাহাদের যে কোন শ্রেণীর এবং পাওনাদারগণের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে; এবং সরকার উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত পরিবর্তন মূলতবী রাখিতে পারিবে, যাহাতে কোম্পানির	**ধারা ১২ এর সংশোধনের সাথে সর্ম্পকিত।**

	ব্যবস্থা করা যায়; এবং আদালত অনুরূপ কোন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য যেরূপ সমীচীন ও প্রয়োজনীয় মনে করে সেরূপ নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ার-মূলধনের কোন অংশই ব্যয় করা যাইবে না৷	ভিন্ন মতাবলম্বী সদস্যগণের স্বত্ব ক্রয়ের জন্য সরকারের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা করা যায়; এবং সরকার অনুরূপ কোন ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য যেরূপ সমীচীন ও প্রয়োজনীয় মনে করে সেরূপ নির্দেশ বা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোন ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির শেয়ার-মূলধনের কোন অংশই ব্যয় করা যাইবে না৷	
১০)	**১৫৷ পরিবর্তন অনুমোদনের পরবর্তী কার্যবিধিঃ** কোম্পানি উহার পরিবর্তিত সংঘস্মারকের একটি মুদ্রিত কপি এবং পরিবর্তনের অনুমোদন আদেশের সত্যায়িত নকল, উক্ত আদেশ জারীর তারিখ হইতে নব্বই দিনের মধ্যে বা এতদুদ্দেশ্যে আদালত কর্তৃক বর্ধিত সময়-সীমার মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে; এবং রেজিষ্ট্রার উহা নিবন্ধিকৃত করিবেন ও নিজ হাতে উক্ত নিবন্ধন প্রত্যয়ন করিবেন; এবং সংঘস্মারকের পরিবর্তন ও উহার অনুমোদন সম্পর্কে এই আইনের নির্দেশাবলী যে পালিত হইয়াছে উক্ত প্রত্যয়নপত্র তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ (conclusive proof) বলিয়া গণ্য হইবে এবং অতঃপর এইরূপ পরিবর্তিত সংঘস্মারক উক্ত কোম্পানির সংঘস্মারক বলিয়া গণ্য হইবে৷	**১৫৷ [বিলুপ্ত]**	**ধারা ১২ এর সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত৷**
১১)	**১৬৷ বর্ধিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধনে ব্যর্থতার ফলাফলঃ** ধারা ১৫ এর বিধানাবলী অনুসারে সংঘস্মারকের পরিবর্তন নিবন্ধিকৃত না করা পর্যন্ত উক্ত পরিবর্তন কার্যকর হইবে না; এবং যদি উক্ত ধারায় উল্লিখিত সময়ের মধ্যে নিবন্ধিকরণের কাজ সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে উক্ত	**১৬৷ [বিলুপ্ত]**	**ধারা ১২ এর সংশোধনের সাথে সম্পর্কিত৷**

	পরিবর্তন, উহার অনুমোদন আদেশ ও তত্সংক্রান্ত সমুদয় কার্যধারা উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সম্পূর্ণরূপে অকার্যকর গণ্য হইবে: তবে শর্ত থাকে যে, উপযুক্ত কারণ দর্শাইয়া উক্ত সময়ের পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে আবেদন পেশ করা হইলে আদালত উহার আদেশ পুনর্জীবিত করিতে পারিবে৷		
১২)	**২৩। সংঘস্মারক এবং সংঘবিধি নিবন্ধনঃ** (১) কোম্পানির সংঘস্মারক এবং উহার সংঘবিধি থাকিলে উক্ত সংঘবিধি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে, এবং দাখিল হওয়ার পর উহাদের সম্পর্কে যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পালিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহা সংরক্ষণ করিবেন এবং দাখিল হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উহাদিগকে নিবন্ধীকৃত করিবেন; এবং যদি তিনি নিবন্ধন না করেন, তবে উহার কারণ উক্ত মেয়াদের পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে কোম্পানীকে অবহিত করিবেন। (২) রেজিষ্ট্রার কর্তৃক উপ-ধারা (১) মোতাবেক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার কারণে যদি কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হন, তাহা হইলে তিনি উক্ত প্রত্যাখ্যান আদেশ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন। (৩) আপীলের দরখাস্তের সহিত এতদুদ্দেশ্যে বিনির্দিষ্ট হিসাব-খাতে দুইশত পঞ্চাশ টাকার ফিস জমা করার নিদর্শন সম্বলিত ট্রেজারী চালান থাকিতে হইবে। (৪) এই ধারার অধীন কোন আপীলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।	**২৩। সংঘস্মারক এবং সংঘবিধি নিবন্ধনঃ** (১) কোম্পানির সংঘস্মারক এবং উহার সংঘবিধি থাকিলে উক্ত সংঘবিধি রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিতে হইবে, এবং দাখিল হওয়ার পর উহাদের সম্পর্কে যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী পালিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি উহা সংরক্ষণ করিবেন এবং দাখিল হওয়ার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উহাদিগকে নিবন্ধীকৃত করিবেন; এবং যদি তিনি নিবন্ধন না করেন, তবে উহার কারণ উক্ত মেয়াদের পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে কোম্পানীকে অবহিত করিবেন। তবে, ৪০১ক ধারা মোতাবেক ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রেজিস্ট্রার কর্তৃক সরবরাহকৃত আদর্শ সংঘস্মারক এবং সংঘবিধি সম্বলিত আবেদন স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিবন্ধীকৃত হইবে।	**ইলেকট্রনিক মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে কোম্পানি নিবন্ধনের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।**

১৩)	**৩৪। সদস্য-বহি (Register of members):** (১) প্রত্যেক কোম্পানি এক বা একাধিক বহিতে উহার সদস্যগণের নামের একটি তালিকা রাখিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ থাকিবে:-	**৩৪। সদস্য-বহি (Register of members):** (১) প্রত্যেক কোম্পানি এক বা একাধিক বহিতে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে উহার সদস্যগণের নামের একটি তালিকা রাখিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত বিবরণাদি লিপিবদ্ধ থাকিবে:-	**এফবিসিসিআই এর সুপারিশের ভিত্তেতে ইলেকট্রনিক শেয়ার রেজিস্ট্রার রক্ষণের বিধান অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।**
১৪)		**৩৪ক। কোন শেয়ারে হিতগ্রাহী স্বত্ব ঘোষণাঃ** (১) যেক্ষেত্রে কোন কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে কোন ব্যক্তির নাম শেয়ারহোল্ডার হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত শেয়ারে তার হিতগ্রাহী স্বত্ব নাই, সেক্ষেত্রে তিনি নির্ধারিত হিতগ্রাহী স্বত্ব রেজিস্টারে কোম্পানির নিকট উক্ত শেয়ারে যিনি হিতগ্রাহী উক্ত ব্যক্তির নাম ও অন্যান্য বিবরণ উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণা প্রদান করিবেন। (২) সংশ্লিষ্ট শেয়ারে হিতগ্রাহী স্বত্বের কোন পরিবর্তন হইলে, উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত ব্যক্তি উক্ত পরিবর্তনের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কোম্পানির নিকট নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণা প্রদান করিবেন। (৩) সরকার এই ধারার অধীন হিতগ্রাহী স্বত্ব বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। (৪) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) বা (২) এর অধীন প্রয়োজনীয় কোন ঘোষণা প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ডে এবং উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ১০০ (একশত) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৫) এই ধারার অধীন কোন ঘোষণা কোন কোম্পানির নিকট করা হইলে, উক্ত কোম্পানি সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে উক্ত ঘোষণার একটি নোট রাখিবে এবং উক্ত ঘোষণা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত ঘোষণার বিষয়ে নির্ধারিত ফরমে রেজিস্ট্রারের নিকট একটি রিটার্ন দাখিল করিবে।	**BFIU কর্তৃক প্রস্তাবিত Beneficial Ownership সংক্রান্ত বিধানাবলী নতুনভাবে সংযোজিত।**

		(৬) যদি কোন কোম্পানি উপ-ধারা (৫) এর অধীন প্রয়োজনীয় রিটার্ন উল্লেখিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে দাখিল করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি এবং ব্যর্থতার জন্য দায়ী উক্ত কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা অন্যূন ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হইতে অনূর্ধ ০১ (এক) হাজার টাকা অর্থদন্ডে এবং উক্ত ব্যথর্তা অব্যাহত থাকিলে পরবর্তী প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত অনূর্ধ ১০০ (একশত) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডনীয় হইবেন। (৭) কোন শেয়ারের হিতগ্রাহী কর্তৃক এই ধারার অধীন প্রয়োজনীয় ঘোষণা প্রদান করা না হইলে উক্ত শেয়ারের বিষয়ে তাহার বা তাহার মাধ্যমে দাবীকৃত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন অধিকার কার্যকর হইবে না। (৮) এই ধারার কোন কিছুই এই আইনের অধীন কোন কোম্পানি কর্তৃক ইহার সদস্যদের লভ্যাংশ প্রদানের বাধ্যবাধকতাকে ক্ষতিগ্রস্থ করিবে না এবং উক্ত পরিশোধের ভিত্তিতে উক্ত বাধ্যবাধকতা অবিলম্বে দায়মুক্ত হইবে।	
১৫)	**৩৬। সদস্যগণের বার্ষিক তালিকা ও সার-সংক্ষেপঃ** (১) শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট প্রত্যেক কোম্পানি, নিগমিত হওয়ার আঠার মাসের মধ্যে, এবং উহার পর প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার, এইরূপ ব্যক্তিগণের একটি তালিকা তফসিল ১০ অনুযায়ী ছকে প্রণয়ন করিবে যাহারা উক্ত বত্সরের প্রথম সাধারণ সভা বা বত্সরের একমাত্র সাধারণ সভার দিনে কোম্পানির সদস্য ছিলেন, এবং যাহারা সর্বশেষ বিবরণী (return) দাখিলের তারিখের পরে বা প্রথম বিবরণীর ক্ষেত্রে কোম্পানি নিগমিত হওয়ার পরে সদস্য পদ হারাইয়াছেন। (২) তালিকায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিধৃত থাকিবে, যথা :-	**৩৬। সদস্যগণের বার্ষিক তালিকা ও সার-সংক্ষেপঃ** (১) শেয়ার-মূলধন বিশিষ্ট প্রত্যেক কোম্পানি, নিগমিত হওয়ার আঠার মাসের মধ্যে, এবং উহার পর প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার, এইরূপ ব্যক্তিগণের একটি তালিকা তফসিল ১০ অনুযায়ী ছকে প্রণয়ন করিবে যাহারা উক্ত বৎসরের প্রথম সাধারণ সভা বা বৎসরের একমাত্র সাধারণ সভার দিনে কোম্পানির সদস্য ছিলেন, এবং যাহারা সর্বশেষ বিবরণী (return) দাখিলের তারিখের পরে বা প্রথম বিবরণীর ক্ষেত্রে কোম্পানি নিগমিত হওয়ার পরে সদস্য পদ হারাইয়াছেন। (২) তালিকায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিধৃত থাকিবে, যথা :-	**ভুল তথ্যপূর্ণ রির্টান দাখিল নিরুৎসাহিত করা, রির্টানে সঠিক তথ্য প্রকাশে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা এবং এবং মহামান্য হাইকোর্টের কোম্পানি ম্যাটার নং ৩১৭/২০১৯ এর আদেশমূলের ৫ নম্বর পরামর্শ অনুযায়ী আরজেএসসির আইনী কাঠামো শক্তিশালীকরণ।**

	(৫) যদি কোন কোম্পানি এই ধারার বিধান লংঘন করে, তাহা হইলে অনুরূপ লংঘন চলাকালীন প্রতিদিনের জন্য অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘন অনুমোদন করেন বা লংঘন চলিতে দেন তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন৷	(৫) যদি কোন কোম্পানি এই ধারার বিধান লংঘন করে, তাহা হইলে অনুরূপ লংঘন চলাকালীন প্রতিদিনের জন্য রেজিস্ট্রার অনধিক পাঁচশত টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কোম্পানি প্রতিনিধি, যিনি জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত লংঘন অনুমোদন করেন বা লংঘন চলিতে দেন ,তাহার বিরুদ্ধে একই হারে জরিমানা আরোপ হইবে৷	
১৬)	৩৮(৩ক)। শেয়ার হস্তান্তর দলিলে শেয়ার হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর নিম্নবর্ণিতভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা:- (ক) শেয়ার হস্তান্তরকারী সংশ্লিষ্ট পরিচালকের তালিকা, বার্ষিক মূলধনের বিবরণী, শেয়ার হস্তান্তর দলিল এবং শেয়ার হস্তান্তরের সপক্ষে প্রদত্ত হলফনামা রেজিস্ট্রারের দপ্তরে দাখিল করিবার পর সংশ্লিষ্ট শেয়ার হস্তান্তরকারীকে সশরীরে উপস্থিত হইয়া পুনঃস্বাক্ষরপূর্বক শেয়ার হস্তান্তরের সত্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে; (খ) শেয়ার হস্তান্তরকারী বিদেশি নাগরিক হইলে বা বিদেশে অবস্থান করিলে শেয়ার হস্তান্তরের সমর্থনে শেয়ার হস্তান্তর দলিল ও হলফনামা সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপূর্বক প্রেরণ করিতে হইবে; এবং (গ) শেয়ার হস্তান্তরকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে উপস্থিত হইতে না পারিলে নির্ধারিত ফি আদায় সাপেক্ষে রেজিস্ট্রার কর্তৃক কমিশন প্রেরণ করা যাইবে।	৩৮(৩ক)। শেয়ার হস্তান্তর দলিলে শেয়ার হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর নিম্নবর্ণিতভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, যথা:- (ক) শেয়ার হস্তান্তরকারীর সংশ্লিষ্ট পরিচালকের তালিকা, বার্ষিক মূলধনের বিবরণী, শেয়ার হস্তান্তর দলিল এবং শেয়ার হস্তান্তরের সপক্ষে প্রদত্ত হলফনামা রেজিস্ট্রারের দপ্তরে দাখিল করিবার পর সংশ্লিষ্ট শেয়ার হস্তান্তরকারীকে সশরীরে উপস্থিত হইয়া পুনঃস্বাক্ষরপূর্বক বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তরের সত্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে; (খ) শেয়ার হস্তান্তরকারী বিদেশি নাগরিক হইলে বা বিদেশে অবস্থান করিলে শেয়ার হস্তান্তরের সমর্থনে শেয়ার হস্তান্তর দলিল ও হলফনামা সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপূর্বক প্রেরণ করিতে হইবে; এবং (গ) শেয়ার হস্তান্তরকারী যুক্তিসঙ্গত কারণে রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে উপস্থিত হইতে না পারিলে নির্ধারিত ফি আদায় সাপেক্ষে রেজিস্ট্রার কর্তৃক কমিশন প্রেরণ করা যাইবে।	**ব্যবসা সহজিকরণ ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শেয়ার হস্তান্তরের সত্যতা নিশ্চিতকরণের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।**
১৭)	**৮১। বার্ষিক সাধারণ সভাঃ** (১) প্রত্যেক কোম্পানি উহার অন্যান্য সভা ছাড়াও প্রতি ইংরেজী পঞ্জিকা-বৎসরে ইহার	**৮১। বার্ষিক সাধারণ সভাঃ** (১) প্রত্যেক কোম্পানি উহার অন্যান্য সভা ছাড়াও প্রতি ইংরেজী পঞ্জিকা-বৎসরে ইহার বার্ষিক সাধারণ সভা	

	বার্ষিক সাধারণ সভা হিসাবে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিবে এবং উক্ত সভা আহ্বানের নোটিশে উহাকে বার্ষিক সাধারণ সভা বলিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে; এবং কোন কোম্পানির একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ এবং উহার পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখের ব্যবধান পনের মাসের অধিক হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, কোন কোম্পানি নিগমিত হওয়ার তারিখ হইতে অনধিক আঠারো মাস সময়ের মধ্যে উহার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং যদি এইরূপ সাধারণ সভা উক্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে নিগমিত হওয়ার বৎসরে বা উহার পরবর্তী বৎসরে উক্ত কোম্পানির অন্য কোন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হইবে না : আরও শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার <u>তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের</u> মধ্যে কোন কোম্পানি রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিলে, রেজিষ্ট্রার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় অনধিক নব্বই দিন অথবা যে পঞ্জিকা বৎসরের জন্য উক্ত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই দুই মেয়াদের যাহা প্রথমে হয় সেই মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।	হিসাবে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিবে এবং উক্ত সভা আহ্বানের নোটিশে উহাকে বার্ষিক সাধারণ সভা বলিয়া সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবে; এবং কোন কোম্পানির একটি বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখ এবং উহার পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের তারিখের ব্যবধান পনের মাসের অধিক হইবে না : তবে শর্ত থাকে যে, কোন কোম্পানি নিগমিত হওয়ার তারিখ হইতে অনধিক আঠারো মাস সময়ের মধ্যে উহার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করিতে পারিবে এবং যদি এইরূপ সাধারণ সভা উক্ত সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে নিগমিত হওয়ার বৎসরে বা উহার পরবর্তী বৎসরে উক্ত কোম্পানির অন্য কোন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন হইবে না : আরও শর্ত থাকে যে, উপরোক্ত বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্ববর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন কোম্পানি রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিলে, রেজিষ্ট্রার প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের সময় অনধিক নব্বই দিন অথবা যে পঞ্জিকা বৎসরের জন্য উক্ত সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা সেই বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, এই দুই মেয়াদের যাহা প্রথমে হয় সেই মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।	**১। যেহেতু, ধারা ১৮৩ এর অধীন নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হবার পূর্বে সময় বৃদ্ধির আবেদন করতে হয় এবং বার্ষিক সভার বিসয়টি ব্যালেন্স শীটের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধায়, ৮১ ধারাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য" অতিবাহিত হওয়ার তারিখ " এর স্থলে "অতিবাহিত হওয়ার পূর্ববর্তী" শব্দসমূহ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।**

১৮)	**৮৩। সংবিধিবদ্ধ সভা (Statutory meeting) ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনঃ** (৬) কোম্পানির সদস্যগণের নিকট সংঘবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রেরিত হওয়ার পর, পরিচালক পরিষদ এই ধারানুযায়ী প্রত্যয়নকৃত উক্ত প্রতিবেদন নিবন্ধনের জন্য উহার একটি অনুলিপি অবিলম্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবে।	**৮৩। সংবিধিবদ্ধ সভা (Statutory meeting) ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনঃ** (৬) কোম্পানির সদস্যগণের নিকট সংঘবিধিবদ্ধ প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রেরিত হওয়ার পর, পরিচালক পরিষদ এই ধারানুযায়ী প্রত্যয়নকৃত উক্ত প্রতিবেদন নিবন্ধনের জন্য উহার একটি অনুলিপি ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে।	**সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন দাখিলের সময় সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।**
১৯)	**৮৫। সভা ও ভোট সম্পর্কিত বিধানঃ** (১) কোম্পানির সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানির সভা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে যথা :- (ক) অন্যুন [একুশ] দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ সভা কিংবা কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একুশ দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে : (খ) যে পদ্ধতিতে তফসিল-১ অনুসারে নোটিশ দিতে হয় সেই পদ্ধতিতে প্রত্যেক সদস্যকে কোম্পানির সভার নোটিশ দিতে হইবে এবং [সভার স্থান, সময়, তারিখ এবং] সম্পাদিতব্য কার্যাদির বিবরণ নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে; তবে দৈবক্রমে বা ভুলবশতঃ কোন	**৮৫। সভা ও ভোট সম্পর্কিত বিধানঃ** (১) কোম্পানির সংঘবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোম্পানির সভা সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে যথা :- (ক) অন্যুন [একুশ] দিনের লিখিত এবং প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নোটিশ দিয়া কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভা ব্যতীত অন্য কোন সাধারণ সভা কিংবা কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একুশ দিনের লিখিত নোটিশ দিয়া সাধারণ সভা আহ্বান করা যাইবে : (খ) যে পদ্ধতিতে তফসিল-১ অনুসারে নোটিশ দিতে হয় সেই পদ্ধতিতে এবং প্রয়োজনে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যকে কোম্পানির সভার নোটিশ দিতে হইবে এবং [সভার স্থান, সময়, তারিখ এবং] সম্পাদিতব্য কার্যাদির বিবরণ নোটিশে উল্লেখ করিতে হইবে; তবে দৈবক্রমে বা ভুলবশতঃ কোন সদস্যকে নোটিশ দেওয়া না হইলে কিংবা কোন সদস্য নোটিশ না পাইলে তজ্জন্য উক্ত সভার কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না;	**এফবিসিসিআই এর সুপারিশের ভিত্তেতে ইলেকট্রিক মাধ্যমে নোটিশ প্রদানের বিধান অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।**

	সদস্যকে নোটিশ দেওয়া না হইলে কিংবা কোন সদস্য নোটিশ না পাইলে তজ্জন্য উক্ত সভার কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না;		
২০)	**৯৭। পরিচালকগণের যোগ্যতাঃ** (১) ধারা ৯২ তে আরোপিত বাধা-নিষেধ ক্ষুণ্ণ না করিয়া এতদ্বারা বিধান করা যাইতেছে যে, কোম্পানির সংঘবিধিতে বিনির্দিষ্ট যোগ্যতামূলক শেয়ারের ধারক হওয়া প্রত্যেক পরিচালকের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে; এবং যদি তিনি পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে উক্ত যোগ্যতা অর্জন না করিয়া থাকেন তবে তিনি তাহার নিযুক্তির পর ষাট দিন অথবা সংঘবিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে তাহার যোগ্যতামূলক শেয়ার গ্রহণ করিবেন।	**৯৭। পরিচালকগণের যোগ্যতাঃ** (১) ধারা ৯২ তে আরোপিত বাধা-নিষেধ ক্ষুণ্ণ না করিয়া এতদ্বারা বিধান করা যাইতেছে যে, কোম্পানির সংঘবিধিতে বিনির্দিষ্ট যোগ্যতামূলক শেয়ারের ধারক হওয়া প্রত্যেক পরিচালকের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে; এবং যদি তিনি পরিচালক নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে উক্ত যোগ্যতা অর্জন না করিয়া থাকেন তবে তিনি তাহার নিযুক্তির পর ১২০ (একশত বিশ) দিন অথবা সংঘবিধি দ্বারা নির্দিষ্টকৃত তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে তাহার যোগ্যতামূলক শেয়ার গ্রহণ করিবেন।	**ব্যবসা সহজিকরণের লক্ষ্যে পরিচালকের যোগ্যতামূলক শেয়ারের অর্থ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।**
২১)		**১২৫ক। কোম্পানি সচিব নিয়োগ:** (১) প্রত্যেক তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানিতে এবং পঞ্চাশ কোটির অধিক পরিশোধিত মূলধন সম্পন্ন কোম্পানিতে একজন কোম্পানি সচিব নিয়োজিত থাকিবেন। (২) সরকার, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই ধারার অধীন বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে৷	**চার্টার্ড সেক্রেটারীজ আইন, ২০১০ এর অর্ন্তভুক্তকরণের মাধ্যমে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করা এবং মহামান্য হাইকোর্টের কোম্পানি ম্যাটার নং ৩১৭/২০১৯ এর আদেশমূলের ৯ ও ১০ নম্বর পরামর্শ।**
২২)	**১৩৮। প্রসপেক্টাস নিবন্ধনঃ** (১) কোন কোম্পানি বা প্রস্তাবিত কোম্পানির প্রসপেক্টাসে পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালকরূপে আখ্যায়িত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত প্রসপেক্টাসের অনুলিপি স্বাক্ষরিত না হইলে এবং উহা ইস্যুর তারিখে বা তৎপূর্বে নিবন্ধনের জন্য রেজিষ্ট্রারের	**১৩৮। প্রসপেক্টাস নিবন্ধনঃ** (১) কোন কোম্পানি বা প্রস্তাবিত কোম্পানির প্রসপেক্টাসে পরিচালক বা প্রস্তাবিত পরিচালকরূপে আখ্যায়িত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার নিকট হইতে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক উক্ত প্রসপেক্টাসের অনুলিপি স্বাক্ষরিত না হইলে এবং উহা ইস্যুর তারিখ হইতে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে নিবন্ধনের জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল না করা হইলে, উক্ত	**ব্যবসা সহজিকরণের লক্ষ্যে প্রসপেক্টাস দাখিল করার বিষয়টি সহজিকরণ করা।**

	নিকট দাখিল না করা হইলে, উক্ত কোম্পানি কর্তৃক বা উহার পক্ষে অথবা উহার সম্পর্কে উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যু করা যাইবে না।	কোম্পানি কর্তৃক বা উহার পক্ষে অথবা উহার সম্পর্কে উক্ত প্রসপেক্টাস ইস্যু করা যাইবে না।	
২৩)	**১৫৯। কতিপয় অনিবন্ধিকৃত বন্ধক এবং চার্জ ফলবিহীনঃ** (চ) কোম্পানির কোন বা অন্য কোন সম্পত্তির উপর সৃষ্ট কোন প্রবাহমান (Floating) চার্জ, তাহা হইলে, এইরূপ প্রতিটি বন্ধক বা চার্জ, তদ্বারা কোম্পানির সম্পত্তি বা যতটুকুকে জামানত হিসাবে সংশ্লিষ্ট করা হয় ততটুকু, লিকুইডেটর অথবা কোম্পানির কোন পাওনাদারের ব্যাপারে ফলবিহীন হইবে, যদি বন্ধক বা চার্জের নির্ধারিত তথ্যাদি এবং তদসহ বন্ধক বা চার্জ সৃষ্টিকারী বা উহার অস্থিত্ব প্রমাণকারী দলিল, যদি থাকে, বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যায়নকৃত উহার কোন অনুলিপি, উক্ত চার্জ বা বন্ধক সৃষ্টির তারিখের পর একুশ দিনের মধ্যে এবং এই আইন অনুযায়ী নির্দেশিত পদ্ধতিতে, রেজিষ্ট্রারের নিকট নিবন্ধনের জন্য দাখিল না করা হয়; তবে তদধীনে জামানত প্রদত্ত কোন অর্থ প্রত্যর্পণের কোন চুক্তি বা বাধ্যবাধকতা থাকিলে তাহা ক্ষুণ্ন হইবে না এবং এই ধারা অনুযায়ী কোন বন্ধক বা চার্জ ফলবিহীন হইলে তদধীনে জামানত প্রদত্ত অর্থ অনতিবিলম্বে ফেরৎযোগ্য হইবে :	**১৫৯। কতিপয় অনিবন্ধিকৃত বন্ধক এবং চার্জ ফলবিহীনঃ** (চ) কোম্পানির কোন বা অন্য কোন সম্পত্তির উপর সৃষ্ট কোন প্রবাহমান (Floating) চার্জ, তাহা হইলে, এইরূপ প্রতিটি বন্ধক বা চার্জ, তদ্বারা কোম্পানির সম্পত্তি বা যতটুকুকে জামানত হিসাবে সংশ্লিষ্ট করা হয় ততটুকু, লিকুইডেটর অথবা কোম্পানির কোন পাওনাদারের ব্যাপারে ফলবিহীন হইবে, যদি বন্ধক বা চার্জের নির্ধারিত তথ্যাদি এবং তদসহ বন্ধক বা চার্জ সৃষ্টিকারী বা উহার অস্থিত্ব প্রমাণকারী দলিল, যদি থাকে, বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রত্যায়নকৃত উহার কোন অনুলিপি, উক্ত চার্জ বা বন্ধক সৃষ্টির তারিখের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে এবং এই আইন অনুযায়ী নির্দেশিত পদ্ধতিতে, রেজিষ্ট্রারের নিকট নিবন্ধনের জন্য দাখিল না করা হয়; তবে তদধীনে জামানত প্রদত্ত কোন অর্থ প্রত্যর্পণের কোন চুক্তি বা বাধ্যবাধকতা থাকিলে তাহা ক্ষুণ্ন হইবে না এবং এই ধারা অনুযায়ী কোন বন্ধক বা চার্জ ফলবিহীন হইলে তদধীনে জামানত প্রদত্ত অর্থ অনতিবিলম্বে ফেরৎযোগ্য হইবে :	**একুশ দিনের মধ্যে চার্জ দাখিলের ব্যর্থতার বিষয়টি সহজিকরণের লক্ষ্যে ২১ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিনের মধ্যে দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।**
২৪)	**১৬৪। নিবন্ধনকৃত বন্ধক ও চার্জের সূচীঃ** রেজিষ্ট্রার নির্ধারিত ফরমে এবং এই আইন অনুযায়ী তাহার নিকট নিবন্ধিকৃত সকল বন্ধক বা চার্জের নির্ধারিত তথ্যাদিসহ একটি তারিখানুক্রমিক-সূচী রক্ষণ করিবেন।	**১৬৪। নিবন্ধনকৃত বন্ধক ও চার্জের সূচীঃ** রেজিষ্ট্রার নির্ধারিত ফরমে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে এবং এই আইন অনুযায়ী তাহার নিকট নিবন্ধিকৃত সকল বন্ধক বা চার্জের নির্ধারিত তথ্যাদিসহ একটি তারিখানুক্রমিক-সূচী রক্ষণ করিবেন।	**এফবিসিসিআই এর সুপারিশের ভিত্তেতে ইলেকট্রনিক চার্জ রেজিস্ট্রার রক্ষণের বিধান অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।**

২৫)	**১৭২। বন্ধক ও চার্জের দায়দেনা পরিশোধের নিবন্ধনঃ** (১) ধারা ১৫৯ এর বিধান অনুসারে প্রয়োজন হয় এইরূপ নিবন্ধন সকল বন্ধক বা চার্জের দায়দেনা মিটানো বা পরিশোধ করার তারিখ হইতে একুশ দিনের মধ্যে কোম্পানি উক্ত পরিশোধ বা মিটানো সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারকে অবহিত করিবে।	**১৭২। বন্ধক ও চার্জের দায়দেনা পরিশোধের নিবন্ধনঃ** (১) ধারা ১৫৯ এর বিধান অনুসারে প্রয়োজন হয় এইরূপ নিবন্ধন সকল বন্ধক বা চার্জের দায়দেনা মিটানো বা পরিশোধ করার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে কোম্পানি উক্ত পরিশোধ বা মিটানো সম্পর্কে রেজিষ্ট্রারকে অবহিত করিবে।	**একুশ দিনের মধ্যে বন্ধক ও চার্জের দায়দেনা পরিশোধের বিবরণী দাখিলের ব্যর্থতার বিষয়টি বর্তমান ব্যবসায়িক পরিধি বিবেচনায় সহজ করা হয়েছে।**
২৬)		**১৮৪ক। কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব (Corporate Social Responsibility)**।- (১) কোম্পানির পরিষদ তিন বা ততোধিক পরিচালকের সমন্বয়ে, যাহাদের মধ্যে কমপক্ষে একজন স্বাধীন পরিচালক থাকিবে, কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিবে। (২) ধারা ১৮৪ক এর উপ-ধারা (৩) এর অধীন পরিষদের প্রতিবেদনে কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব কমিটির গঠন সর্ম্পকে প্রকাশ করিতে হইবে। (৩) কোম্পানির সামাজিক দায় দায়িত্ব কমিটি- (ক) সরকার কর্তৃক প্রণীত বিধি অনুযায়ী কোম্পানির সামাজিক দায় দায়িত্বের নীতিমালা প্রণয়ন ও সুপারিশ করিবে; (খ) দফা (ক) এ উল্লেখিত কার্যাবলীর জন্য ব্যয়িত খরচের অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ করিবে; এবং (গ) সময় সময় কোম্পানির সামাজিক দায় দায়িত্ব নীতি তত্ত্বাবধান করিবে। (৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লেখিত প্রত্যেক কোম্পানির পরিষদ,- (ক) কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব কমিটি কর্তৃক কৃত সুপারিশ বিবেচনাক্রমে কোম্পানির সামাজিক দায়-দায়িত্ব নীতিমালা অনুমোদন করিবে এবং উহার প্রতিবেদনে উক্ত নীতিমালার বিষয়বস্তু প্রকাশ করিবে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোম্পানির ওয়েব সাইটে, যদি থাকে, প্রদান করিবে; এবং	**কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে।**

		(খ) ইহা নিশ্চিত করিবে যে, কোম্পানির সামাজিক দায় দায়িত্ব নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত কার্যাবলী কোম্পানি কর্তৃক সম্পাদনের উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। (৫) কোম্পানি উহার প্রত্যেক আর্থিক বৎসরে উহার সামাজিক দায় দায়িত্ব নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যয় করিবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানি যদি নির্ধারিত অর্থ ব্যয় করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে পরিষদ উক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় না হইবার কারণ উহার প্রতিবেদনে উল্লেখ করিবে। (৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার , সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।	
২৭)	**১৯১। হিসাব এবং প্রতিবেদন সম্পর্কে সদস্য ইত্যাদির অধিকার:** (১) কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী হউন বা না হউন, কোম্পানির প্রত্যেক সদস্য এবং, যে সব ডিবেঞ্চার প্রদর্শন মাত্র উহার বাহককে উহাতে বিনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে হয় সে সব ডিবেঞ্চার ব্যতীত অন্যান্য ডিবেঞ্চারের প্রত্যেক ধারক, এবং ডিবেঞ্চার ধারকগণের প্রত্যেক ট্রাষ্টী এর নিকট উক্ত সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী অন্যান্য সকল ব্যক্তির নিকট, কোম্পানির লাভ-ক্ষতির হিসাব বা ক্ষেত্রমত উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য দলিল, যাহা আইনানুসারে ব্যালান্স শীটের সহিত সংযুক্ত বা উহাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় ঐগুলিসহ যে ব্যালান্স শীট কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে, সেই ব্যালান্স শীটের একটি অনুলিপি বিনামূল্যে সভার তারিখের অন্যূন চৌদ্দদিন পূর্বে প্রেরণ করিতে হইবে :	**১৯১। হিসাব এবং প্রতিবেদন প্রাপ্তি সম্পর্কিত অধিকার:** (১) কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী হউন বা না হউন, কোম্পানির প্রত্যেক সদস্য এবং, যে সব ডিবেঞ্চার প্রদর্শন মাত্র উহার বাহককে উহাতে বিনির্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিতে হয় সে সব ডিবেঞ্চার ব্যতীত অন্যান্য ডিবেঞ্চারের প্রত্যেক ধারক, এবং ডিবেঞ্চার ধারকগণের প্রত্যেক ট্রাষ্টী এর নিকট উক্ত সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী অন্যান্য সকল ব্যক্তির নিকট, কোম্পানির লাভ-ক্ষতির হিসাব বা ক্ষেত্রমত উহার আয়-ব্যয়ের হিসাব, নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য দলিল, যাহা আইনানুসারে ব্যালান্স শীটের সহিত সংযুক্ত বা উহাতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হয় ঐগুলিসহ যে ব্যালান্স শীট কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে, সেই ব্যালান্স শীটের একটি অনুলিপি বা ইলেকট্রনিক কপি বিনামূল্যে সভার তারিখের অন্যূন ২১ (একুশ) দিন পূর্বে প্রেরণ করিতে হইবে : তবে শর্ত থাকে যে,- (ক) শেয়ার-মূলধনবিহীন কোম্পানির ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারা অনুযায়ী এমন সদস্য বা ডিবেঞ্চারধারীর নিকট উপরোক্ত দলিলপত্রের কোন	**এ আইনের ৮৫ ধারায় বার্ষিক সভার একুশ দিনের পূর্বে নোটিশ প্রদান করার বিধান রয়েছে বিধায় নোটিশের সাথে ব্যালেন্স শীটের অনুলিপি প্রেরণের বিষয়টি সামঞ্জস্য করা হয়েছে।**

	তবে শর্ত থাকে যে,- (ক) শেয়ার-মূলধনবিহীন কোম্পানির ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারা অনুযায়ী এমন সদস্য বা ডিবেঞ্চারধারীর নিকট উপরোক্ত দলিলপত্রের কোন অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না, যিনি কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন; (খ) এই উপ-ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট উপরোক্ত দলিলপত্রের কোন অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না, যথা :- (অ) কোম্পানির এমন সদস্য বা ডিবেঞ্চারধারী, যিনি কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন এবং যাহার ঠিকানা কোম্পানির জানা নাই; (আ) উক্ত নোটিশ পাওয়ার অধিকারী নহেন এইরূপ যৌথ শেয়ার-হোল্ডারগণ বা যৌথ ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের ক্ষেত্রে, তাহাদের যে কোন একজন ব্যতীত অন্য সকল ধারকগণ; (ই) শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের যৌথ ধারকগণের মধ্যে কতিপয় ধারক উক্ত নোটিশ পাইবার অধিকারী এবং কতিপয় নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন এইরূপ ক্ষেত্রে, যাহারা নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন; (গ) উপরোক্ত দলিলপত্রের অনুলিপি সভার তারিখ হইতে চৌদ্দদিনের কম সময়ের পূর্বে প্রেরণ করা সত্ত্বেও যদি তৎসম্পর্কে উক্ত সভায় ভোটদানের অধিকারী সদস্যগণ	অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না, যিনি কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন; (খ) এই উপ-ধারা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট উপরোক্ত দলিলপত্রের কোন অনুলিপি প্রেরণের প্রয়োজন হইবে না, যথা :- (অ) কোম্পানির এমন সদস্য বা ডিবেঞ্চারধারী, যিনি কোম্পানির সাধারণ সভার নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন এবং যাহার ঠিকানা কোম্পানির জানা নাই; (আ) উক্ত নোটিশ পাওয়ার অধিকারী নহেন এইরূপ যৌথ শেয়ার-হোল্ডারগণ বা যৌথ ডিবেঞ্চার হোল্ডারগণের ক্ষেত্রে, তাহাদের যে কোন একজন ব্যতীত অন্য সকল ধারকগণ; (ই) শেয়ার বা ডিবেঞ্চারের যৌথ ধারকগণের মধ্যে কতিপয় ধারক উক্ত নোটিশ পাইবার অধিকারী এবং কতিপয় নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন এইরূপ ক্ষেত্রে, যাহারা নোটিশ পাইবার অধিকারী নহেন; (গ) উপরোক্ত দলিলপত্রের অনুলিপি সভার তারিখ হইতে ২১ (একুশ) দিনের কম সময়ের পূর্বে প্রেরণ করা সত্ত্বেও যদি তৎসম্পর্কে উক্ত সভায় ভোটদানের অধিকারী সদস্যগণ আপত্তি উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে উক্ত নোটিশ যথাযথভাবে প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	

	আপত্তি উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে উক্ত নোটিশ যথাযথভাবে প্রেরণ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।		
২৮)	**১৯৩। রেজিষ্ট্রার কর্তৃক তথ্য বা ব্যাখ্যা তলব করার ক্ষমতা:** (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট কোন কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত কোন দলিল পাঠ করার পর অথবা কোম্পানির কোন সদস্যের নিকট হইতে অনুরূপ কোন দলিলের ব্যাপারে লিখিত আপত্তি পাইবার পর, রেজিষ্ট্রার যদি মনে করেন যে, অনুরূপ দলিলে যে বিষয়ে কোন তথ্য সন্নিবেশিত আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় সে বিষয়ের পূর্ণ বিবরণাদি যাহাতে উক্ত দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে সেই উদ্দেশ্যে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত কোম্পানিকে উক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য কিংবা তাহার মতে প্রয়োজনীয় নথি, বহি বা কাগজপত্র উক্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ প্রাপ্তির পর, কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন বা আছেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হইবে উক্ত আদেশে উল্লিখিত তথ্য বা ব্যাখ্যা তাহার সাধ্যমত প্রদান করা। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি যদি উক্ত উপ-ধারা অনুসারে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে তিনি প্রত্যেক অপরাধের জন্য অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয়	**১৯৩। রেজিষ্ট্রার কর্তৃক তথ্য বা ব্যাখ্যা তলব করার ক্ষমতা:** (১) এই আইনের বিধান অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট কোন কোম্পানি কর্তৃক দাখিলকৃত কোন দলিল পাঠ করার পর অথবা কোম্পানির কোন সদস্যের নিকট হইতে অনুরূপ কোন দলিলের ব্যাপারে লিখিত আপত্তি পাইবার পর, রেজিষ্ট্রার যদি মনে করেন যে, অনুরূপ দলিলে যে বিষয়ে কোন তথ্য সন্নিবেশিত আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় সে বিষয়ের পূর্ণ বিবরণাদি যাহাতে উক্ত দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে সেই উদ্দেশ্যে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দ্বারা উক্ত কোম্পানিকে উক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা লিখিতভাবে দাখিল করার জন্য কিংবা তাহার মতে প্রয়োজনীয় নথি, বহি বা কাগজপত্র উক্ত আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ প্রাপ্তির পর, কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন বা আছেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হইবে উক্ত আদেশে উল্লিখিত তথ্য বা ব্যাখ্যা তাহার সাধ্যমত প্রদান করা। (৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লেখিত কোন ব্যক্তি যদি উক্ত উপ-ধারা অনুসারে কোন তথ্য বা ব্যাখ্যা প্রদান করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করেন, তাহা হইলে রেজিস্ট্রার অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন। (৪) রেজিষ্ট্রার পূর্বোক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা দলিল পাইবার পর উহা তাহার নিকট দাখিলকৃত দলিলের সহিত সংযোজিত করিতে পারেন এবং এইরূপ সংযোজিত যে কোন দলিল পরিদর্শন করার এবং উহার	**এ ধারার অধীন রেজিস্ট্রার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ পরিপালন না করলে রেজিস্ট্রারকে আদালতের দারস্থ হতে হয় । অভিযোগ নিষ্পত্তি ও নিয়মিত কোম্পানির রিটার্ন দাখিল নিশ্চিতকরণ ও সরকারের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে এবং মহামান্য হাইকোর্টের কোম্পানি ম্যাটার নং ৩১৭/২০১৯ এর আদেশমূলের ৫ নম্বর পরামর্শের আলোকে রেজিস্ট্রার ও সরকারের এখতিয়ার জোরদার সংক্রান্ত বিধানটি প্রস্তাব করা হয়েছে।**

	হইবেন এবং, রেজিষ্ট্রারের আবেদনক্রমে, আদালত কোম্পানির প্রতি নোটিশ জারী করিয়া রেজিষ্ট্রারের তদন্তের জন্য যে সব দলিল যুক্তিসংগতভাবে প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করে সেই সব দলিল রেজিষ্ট্রারের নিকট উপস্থাপনের জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং আদালত উহার বিবেচনায় উপযুক্ত শর্তাধীনে রেজিষ্ট্রারকে উক্ত দলিল পরিদর্শনের অনুমতি দিতে পারিবে। (৪) রেজিষ্ট্রার পূর্বোক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা দলিল পাইবার পর উহা তাহার নিকট দাখিলকৃত দলিলের সহিত সংযোজিত করিতে পারেন এবং এইরূপ সংযোজিত যে কোন দলিল পরিদর্শন করার এবং উহার অনুলিপি পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই একই বিধান প্রযোজ্য হইবে, যাহা মূল দলিল পরিদর্শন করা ও উহার অনুলিপি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। (৫) যদি পূর্বোক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত দলিল রেজিষ্ট্রার বা আদালত কর্তৃক বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দলিল করা না হয়, অথবা যদি উক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত দলিল দাখিল করা হয় এবং উহা পাঠ করার পর রেজিষ্ট্রার মনে করেন যে, মূল দলিলে অসন্তেষজনক পরিস্থিতি প্রকাশ পাইয়াছে অথবা উহাতে যে বিষয়াদি সন্নিবেশিত আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় সেই সম্পর্কে পূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সঠিক বিবরণ প্রকাশ পায় নাই, তাহা হইলে রেজিষ্ট্রার তৎকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে উক্ত	অনুলিপি পাওয়ার ক্ষেত্রে সেই একই বিধান প্রযোজ্য হইবে, যাহা মূল দলিল পরিদর্শন করা ও উহার অনুলিপি পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। (৫) যদি পূর্বোক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত দলিল রেজিষ্ট্রার কর্তৃক বিনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দাখিল করা না হয়, অথবা যদি উক্ত তথ্য বা ব্যাখ্যা বা অতিরিক্ত দলিল দাখিল করা হয় এবং উহা পাঠ করার পর রেজিষ্ট্রার মনে করেন যে, মূল দলিলে অসন্তোষজনক পরিস্থিতি প্রকাশ পাইয়াছে অথবা উহাতে যে বিষয়াদি সন্নিবেশিত আছে বলিয়া বিবেচনা করা যায় সেই সম্পর্কে পূর্ণ, নিরপেক্ষ ও সঠিক বিবরণ প্রকাশ পায় নাই, তাহা হইলে রেজিষ্ট্রার তৎকর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে উক্ত দলিলসমূহ সংশোধন করিবার জন্য কোম্পানিকে নির্দেশ দিতে পারেন অথবা রেজিস্ট্রার অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ অথবা বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিতে পারেন।	

	দলিলসমূহ সংশোধন করিবার জন্য কোম্পানিকে নির্দেশ দিতে পারেন অথবা বিষয়টি সম্পর্কে সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিতে পারেন।		
২৯)	**২১০। নিরীক্ষকগণের নিয়োগ ও তাহাদের পারিশ্রমিক:** (১) প্রত্যেক কোম্পানি উহার প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় এক বা একাধিক নিরীক্ষককে উক্ত সভার সমাপ্তি হইতে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ করিবে এবং নিয়োগের সাত দিনের মধ্যে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে উক্ত নিয়োগ সম্পর্কে অবহিত করিবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ বা পুনঃ নিয়োগ করার পূর্বে তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতীত তাহাকে নিয়োগ করা যাইবে না। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীঅগক কোম্পানির নিকট হইতে তাহার নিয়োগের সংবাদ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন যে তিনি উক্ত নিয়োগ গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। (৩) যে কর্তৃপক্ষ দ্বারাই নিযুক্ত হইয়া থাকুক না কেন, অবসর গ্রহণ করিতে যাইতেছেন এইরূপ নিরীঅগককে বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় নিয়োগ করিতে হইবে, যদি না - (ক) তিনি পুনঃনিয়োগ লাভের জন্য তাহার যোগ্যতা হারাইয়া থাকেন; অথবা	**২১০। নিরীক্ষকগণের নিয়োগ ও তাহাদের পারিশ্রমিক:** (১) প্রত্যেক কোম্পানি উহার প্রত্যেক বার্ষিক সাধারণ সভায় এক বা একাধিক নিরীক্ষককে উক্ত সভার সমাপ্তি হইতে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি পর্যন্ত সময়ের জন্য নিয়োগ করিবে এবং নিয়োগের সাত দিনের মধ্যে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে উক্ত নিয়োগ সম্পর্কে অবহিত করিবে : তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ বা পুনঃ নিয়োগ করার পূর্বে তাহার লিখিত সম্মতি ব্যতীত তাহাকে নিয়োগ করা যাইবে না। (২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত প্রত্যেক নিরীক্ষক কোম্পানির নিকট হইতে তাহার নিয়োগের সংবাদ প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন যে তিনি উক্ত নিয়োগ গ্রহণ কিংবা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। (৩) যে কর্তৃপক্ষ দ্বারাই নিযুক্ত হইয়া থাকুক না কেন, অবসর গ্রহণ করিতে যাইতেছেন এইরূপ নিরীক্ষককে বার্ষিক সাধারণ সভায় পুনরায় নিয়োগ করিতে হইবে, যদি না - (ক) তিনি পুনঃনিয়োগ লাভের জন্য তাহার যোগ্যতা হারাইয়া থাকেন; অথবা (খ) পুনঃনিযুক্ত হইতে তাহার অনিচ্ছার কথা জানাইয়া তিনি কোম্পানিকে লিখিত নোটিশ দিয়া থাকেন; অথবা	**নিরীক্ষক নিয়োগ সহজিকরণ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ২১০(৩) এর বিধান বিলুপ্তির প্রস্তাব করা হয়েছে।**

	(খ) পুনঃনিযুক্ত হইতে তাহার অনিচ্ছার কথা জানাইয়া তিনি কোম্পানিকে লিখিত নোটিশ দিয়া থাকেন; অথবা (গ) তাহার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার জন্য অথবা তাহাকে পুনর্নিয়োগ করা হইবে না বলিয়া স্পষ্টভাবে উক্ত সভায় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে : তবে শর্ত থাকে যে, দফা (গ) এর অধীনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সভার পূর্বেই তৎসম্পর্কে ২১১ ধারা অনুযায়ী নোটিশ দিতে হইবে, এবং তাহার মৃত্যু, অসমর্থতা, অযোগ্যতা বা অসততা ব্যতীত অন্য কোন কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না। (৪) যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন নিরীক্ষক নিয়োগ না করা হয়, তাহা হইলে সরকার উক্ত শূন্য পদে উহার বিবেচনায় উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে।	(গ) তাহার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করার জন্য অথবা তাহাকে পুনর্নিয়োগ করা হইবে না বলিয়া স্পষ্টভাবে উক্ত সভায় একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়া থাকে : তবে শর্ত থাকে যে, দফা (গ) এর অধীনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে সভার পূর্বেই তৎসম্পর্কে ২১১ ধারা অনুযায়ী নোটিশ দিতে হইবে, এবং তাহার মৃত্যু, অসমর্থতা, অযোগ্যতা বা অসততা ব্যতীত অন্য কোন কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাইবে না। (৪) যদি বার্ষিক সাধারণ সভায় কোন নিরীক্ষক নিয়োগ না করা হয়, তাহা হইলে সরকার উক্ত শূন্য পদে উহার বিবেচনায় উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে পারিবে। (৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগযোগ্য হওয়ার সাত দিনের মধ্যে কোম্পানী উক্ত ঘটনা সম্পর্কে সরকারকে নোটিশ প্রদান করিবে; এবং যদি কোন কোম্পানী এইরূপ নোটিশ প্রদান করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং উহার প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি উক্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী তিনিও একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	
৩০)	**নির্ধারিত বিষয়াদি সম্পর্কিত তফসিল ও বিধি** **২২৬। তফসিলের প্রয়োগ ও পরিবর্তন এবং নির্ধারিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:** (১) তফসিল ৬ হইতে ১২ পর্যন্ত তফসিলসমূহে বিনির্দিষ্ট ছকে উল্লেখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে, উক্ত ছকসমূহ অথবা, অবস্থার প্রয়োজনে যতদূর সম্ভব, উহাদের সদৃশ ছক ব্যবহার করিতে হইবে। (২) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সরকার এই আইনের যে কোন তফসিল পরিবর্তন করিতে পারিবে।	**বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা** **২২৬। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা:** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার , সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।	**ব্যবসায়িক পরিমন্ডল দ্রুত পরিবর্তনশীল। সময়োপযোগী বিষয়ে সময়ে সময়ে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও কার্যাবলি সংক্রান্ত বিধি প্রণয়ণ করার বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।**

	(২ক) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, তফসিল-২ এর ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রদেয় ফিসের হার হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে, নূতন ফিস নির্ধারণ করিতে পারিবে।] (৪) এই ধারার অন্যান্য বিধানের প্রদত্ত ক্ষমমতা প্রয়োগ ছাড়াও, এই আইনের অধীনে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইতে হয় এইরূপ সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করার জন্য সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। (৫) উক্তরূপে প্রণীত বিধিমালা সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে এবং প্রকাশিত হওয়ার পর তাহা এইরূপ কার্যকর হইবে যেন তাহা এই আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।		
৩১)	**২২৯। বন্দোবস্ত ও আপোষ-নিষ্পত্তি সহজ করার বিধানাবলী:** (৩) যে কোম্পানির ব্যাপারে এই ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা হয় সেই কোম্পানি উক্ত আদেশ নিবন্ধন করানোর জন্য উহার একটি সত্যায়িত অনুলিপি, আদেশদান সমাপ্ত হওয়ার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে, এবং যদি এই উপ-ধারার বিধান পালনে কোন ত্রুটি হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য দায়ী তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	**২২৯। পুর্নগঠন, একত্রীকরণ ও আপোষ-নিষ্পত্তি করার বিধানাবলী:** (৩) যে কোম্পানির ব্যাপারে এই ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদান করা হয় সেই কোম্পানি উক্ত আদেশ নিবন্ধন করানোর জন্য উহার একটি সত্যায়িত অনুলিপি, আদেশদান সমাপ্ত হওয়ার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে, রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবে, এবং রেজিষ্ট্রার রেকর্ডভুক্তপূর্বক প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবে; যদি এই উপ-ধারার বিধান পালনে কোন ত্রুটি হয় তাহা হইলে উক্ত কোম্পানি অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে; এবং কোম্পানির প্রত্যেক কর্মকর্তা, যিনি জ্ঞাতসারে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তজ্জন্য দায়ী তিনিও, একই দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।	**ধারার শিরোনাম পরিমার্জন (Merger, Amalgamation) ও গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নে একীভূতকরণের প্রমাণক হিসেবে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।**

৩২)	**২৯৬। চূড়ান্ত সভা ও কোম্পানির অবলুপ্তিঃ** (১) কোম্পানির বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিকুইডেটর অবলুপ্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে অবলুপ্তির কাজ কিভাবে পরিচালনা করা হইয়াছে এবং কোম্পানির সম্পত্তি কিভাবে বিলি বণ্টন করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা থাকিবে; এবং তৎপর তিনি কোম্পানির হিসাব-নিকাশ ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যগণের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। (২) সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ একমাস পূর্বে, সভার সময়, স্থান ও উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক, একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে এবং ২৮৯ ধারার (১) উপধারায় নোটিশ প্রকাশের যে পদ্ধতি নির্ধারিত রহিয়াছে সেই পদ্ধতিতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে। (৩) সভা অনুষ্ঠানের পর এক <u>সপ্তাহের</u> মধ্যে লিকুইডেটর তাহার হিসাব-নিকাশের একটি অনুলিপি ও সভা অনুষ্ঠান ও উহার তারিখ সম্পর্কিত একটি রিটার্ণ রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবেন; এবং তিনি এই উপ-ধারা অনুসারে উক্ত অনুলিপি বা রিটার্ণ দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, যতদিন উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, অনধিক একশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন :	**২৯৬। চূড়ান্ত সভা ও কোম্পানির অবলুপ্তিঃ** (১) কোম্পানির বিষয়াদি সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিকুইডেটর অবলুপ্তি সম্পর্কে একটি বিবরণী প্রস্তুত করিবেন, যাহাতে অবলুপ্তির কাজ কিভাবে পরিচালনা করা হইয়াছে এবং কোম্পানির সম্পত্তি কিভাবে বিলি বণ্টন করা হইয়াছে তাহার বর্ণনা থাকিবে; এবং তৎপর তিনি কোম্পানির হিসাব-নিকাশ ও তৎসম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যগণের একটি সাধারণ সভা আহ্বান করিবেন। (২) সভা অনুষ্ঠানের অন্ততঃ একমাস পূর্বে, সভার সময়, স্থান ও উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক, একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে এবং ২৮৯ ধারার (১) উপধারায় নোটিশ প্রকাশের যে পদ্ধতি নির্ধারিত রহিয়াছে সেই পদ্ধতিতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে। (৩) সভা অনুষ্ঠানের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে লিকুইডেটর তাহার হিসাব-নিকাশের একটি অনুলিপি ও সভা অনুষ্ঠান ও উহার তারিখ সম্পর্কিত একটি রিটার্ণ রেজিষ্ট্রারের নিকট দাখিল করিবেন এবং রেজিষ্ট্রার অবলুপ্তির প্রত্যয়নপত্র প্রদান করিবেন; এবং তিনি এই উপ-ধারা অনুসারে উক্ত অনুলিপি বা রিটার্ণ দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে, যতদিন উক্ত ব্যর্থতা অব্যাহত থাকে ততদিনের প্রতিদিনের জন্য, অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন : তবে শর্ত থাকে যে, সভার কোরাম না হইলে, লিকুইডেটর উল্লিখিত রিটার্ণের পরিবর্তে এই মর্মে একটি রিটার্ণ দাখিল করিবেন যে, যথাযথ পদ্ধতিতে উক্ত সভা ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু সভার কোরাম হয় নাই;	**রিটার্ন দাখিল সহজিকরণ ও অবলুপ্তির প্রমাণক হিসেবে প্রত্যয়নপত্র প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছে।**

	তবে শর্ত থাকে যে, সভার কোরাম না হইলে, লিকুইডেটর উল্লিখিত রিটার্ণের পরিবর্তে এই মর্মে একটি রিটার্ণ দাখিল করিবেন যে, যথাযথ পদ্ধতিতে উক্ত সভা ডাকা হইয়াছিল, কিন্তু সভার কোরাম হয় নাই; এবং এইভাবে রিটার্ণ দাখিল করা হইলে রিটার্ণ তৈরী ও দাখিল সংক্রান্ত এই উপ-ধারার বিধান পালন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	এবং এইভাবে রিটার্ণ দাখিল করা হইলে রিটার্ণ তৈরী ও দাখিল সংক্রান্ত এই উপ-ধারার বিধান পালন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।	
৩৩)	**৩৩৯। কোম্পানির দলিলপত্র নিষ্পত্তিকরণঃ** (১) অবলুপ্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কোম্পানির বিলুপ্তির প্রাক্কালে, কোম্পানি এবং উহার লিকুইডেটরগণের দলিলপত্র নিম্নলিখিতভাবে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, যথা - (ক) আদালত কর্তৃক বা আদালতের তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে অবলুপ্তির ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশ অনুসারে; (খ) স্বেচ্ছাকৃত অবলুপ্তির ক্ষেত্রে, অসাধারণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রদত্ত কোম্পানির নির্দেশ অনুসারে । (২) কোম্পানি বিলুপ্তির (dissolution) তিন বৎসর পর কোম্পানির বা উহার লিকুইডেটর অথবা কোম্পানির দলিলপত্রের হেফাজতে বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কোন দাবী উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে কোম্পানি বা লিকুইডেটর বা উক্ত নিয়োজিত ব্যক্তির আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকিবে না ।	**৩৩৯। কোম্পানির দলিলপত্র নিষ্পত্তিকরণঃ** (১) অবলুপ্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর কোম্পানির বিলুপ্তির প্রাক্কালে, কোম্পানি এবং উহার লিকুইডেটরগণের দলিলপত্র নিম্নলিখিতভাবে নিষ্পত্তি করা যাইতে পারে, যথা - (ক) আদালত কর্তৃক বা আদালতের তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে অবলুপ্তির ক্ষেত্রে, আদালতের নির্দেশ অনুসারে; (খ) স্বেচ্ছাকৃত অবলুপ্তির ক্ষেত্রে, অসাধারণ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রদত্ত কোম্পানির নির্দেশ অনুসারে । (২) কোম্পানি বিলুপ্তির (dissolution) পাঁচ বছরের মধ্যে কোম্পানির বা উহার লিকুইডেটর অথবা কোম্পানির দলিলপত্রের হেফাজতে বা দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট যদি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কোন দাবী উত্থাপন না করেন, তাহা হইলে কোম্পানি বা লিকুইডেটর বা উক্ত নিয়োজিত ব্যক্তির আর কোন দায়-দায়িত্ব থাকিবে না ।	**Bangladesh Financial Intelligence Unit এর সুপারিশের ভিত্তিতে এএমএল/সিএফটি মানদন্ড অনুযায়ী তিন বছরের স্থলে পাঁচ বছর দলিলাদি রক্ষণাবেক্ষণের বিধান সংযোজন করা হয়েছে।**
৩৪)	**৩৪৬। নিষ্ক্রিয় (defunct) কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কাটিয়া দেওয়াঃ** (১) যেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোন একটি কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে না কিংবা উহার কার্যাবলী চালু অবস্থায় নাই, সেক্ষেত্রে তিনি উক্ত	**৩৪৬। নিষ্ক্রিয় (defunct) কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কাটিয়া দেওয়াঃ** (১) যেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে না কিংবা উহার কার্যাবলী চালু অবস্থায় নাই, কিংবা কোম্পানি একাধিক্রমে পূর্ববর্তী দুই অর্থবছরে	**কোন উদ্যাক্তা কোম্পানি নিবন্ধন করে কার্যক্রম শুরু না করলে বা কোম্পানি কার্যক্রম পরিচালনা না করলে উক্ত কোম্পানি নিবন্ধন বহি হতে কর্তন সহজিকরণ এবং**

	কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে কি না অথবা উহা চালু অবস্থায় আছে কি না তাহা জানিবার জন্য ডাকযোগে কোম্পানির নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিবেন । (২) উক্ত পত্র প্রেরণের পর ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন জবাব পাওয়া না গেলে, রেজিষ্ট্রার উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর চৌদ্দ দিনের মধ্যে, প্রথম পত্রের কথা এবং উহার জবাব না পাওয়ার কথা উল্লেখপূর্বক উক্ত কোম্পানির নিকট ডাকযোগে একটি রেজিষ্টার্ড পত্র পাঠাইবেন, যাহাতে এই মর্মে একট সতর্কবানী থাকিবে যে, দ্বিতীয় পত্রটির স্বাক্ষর তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে যদি উহারও কোন জবাব পাওনা না যায়, তাহা হইলে কোম্পানির নিবন্ধন বহি হইতে উক্ত কোম্পানির নাম কাটিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারী গেজেটে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে । (৩) রেজিষ্ট্রার যদি কোম্পানির নিকট হইতে এইমর্মে জবাব প্রাপ্ত হন যে, কোম্পানিটি ব্যবসা চালাইতেছে না বা উহার কার্যাবলী চালু নাই কিংবা, দ্বিতীয় পত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে, যদি তিনি উক্ত পত্র স্বাক্ষর-তারিখের ত্রিশ দিনের মধ্যে কোন জবাব না পান, তবে তিনি এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিবেন যে, উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নব্বই দিনের মধ্যে উহার বিপরীতে কোন কারণ দর্শান না হইলে, উক্ত কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং কোম্পানিটি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; তবে বিজ্ঞপ্তিটি সরকারী	তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছে না, সেক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার উক্ত কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে কি না অথবা উহা চালু অবস্থায় আছে কি না তাহা জানিবার জন্য ডাকযোগে কোম্পানির নিবন্ধিকৃত কার্যালয়ে একটি পত্র প্রেরণ অথবা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন। (২) কোম্পানি ব্যবসা করিতেছে কিনা বা কোম্পানি চালু আবস্থায় আছে কিনা তাহা পত্র প্রেরণ অথবা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারকে অবহিত করিবে । (৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আবেদন না পাওয়া গেলে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার সরকারি গেজেটসহ বাংলা এবং ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কর্তন করিবে। (৪) যদি ব্যবসা চালু না থাকে তাহা হইলে কোম্পানি বিশেষ সভায় মোট সদস্যের তিন-চর্তুথাংশের সম্মতিক্রমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রারের নিকট নাম কর্তনের আবেদন দাখিল করিলে রেজিস্ট্রার উক্ত আবেদন পরীক্ষান্তে সরকারি গেজেটসহ বাংলা এবং ইংরেজি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া কোম্পানির নাম নিবন্ধন বহি হইতে কর্তন করিবে। (৫) এ ধারার উপধারা (৩) এবং (৪) অনুযায়ী কোন নাম কর্তন করা হইলেও কোম্পানির কোন পরিচালক এবং সদস্যের যদি কোন দায় থাকে, তবে তাহা অব্যাহত থাকিবে এবং তাহা আইনতঃ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয় নাই ।	**মহামান্য হাইকোর্টের কোম্পানি ম্যাটার নং ৩১৭/২০১৯ এর আদেশমূলের ১৩ নম্বর পরামর্শ।**

	গেজেটে প্রকাশের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের সময় উহার একটি অনুলিপি কোম্পানির নিকটেও তিনি ডাকযোগে প্রেরণ করিতে পারেন । (৪) কোন কোম্পানির অবলুপ্তি হইতেছে এইরূপ ক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রার যদি যুক্তিসংগত কারণে বিশ্বাস করেন যে, হয় কোন লিকুইডেটর কাজ করিতেছে না কিংবা কোম্পানির বিষয়াদি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হইয়াছে, এবং সে অনুসারে রেজিষ্ট্রার কোম্পানিকে বা উহার লিকুইডেটরকে উহার বা তাহার সর্বশেষ কর্মস্থলে রিটার্ণ তলব করিয়া ডাকযোগে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করা সত্ত্বেও কোম্পানি সম্পর্কে প্রণীতব্য রিটার্ণ তিনি একাদিক্রমে ছয় মাস যাবত প্রণয়ন করিতেছেন না, সেইক্ষেত্রে রেজিষ্ট্রার উপ-ধারা (৩) এর বিধান মোতাবেক একটি বিজ্ঞপ্তি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে এবং কোম্পানির নিকট উহার অনুলিপি পাঠাইতে পারিবেন । (৫) বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই কোম্পানি উহার বিপরীতে কারণ দর্শাইতে না পারিলে, রেজিষ্ট্রার উক্ত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর উহার নাম কোম্পানির নিবন্ধন-বহি হইতে কাটিয়া দিতে পারিবেন এবং তৎসম্পর্কে সরকারী গেজেটে অপর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে কোম্পানিটি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে : বে শর্ত থাকে যে, কোম্পানির কোন পরিচালক এবং সদস্যের যদি কোন দায় থাকে, তবে তাহা অব্যাহত		

	থাকিবে এবং তাহা আইনতঃ এইরূপে কার্যকর হইবে যেন কোম্পানিটি বিলুপ্ত হয় নাই।		
৩৫)	**৩৪৮। ফিসঃ** (১) তফসিল-২ তে উল্লিখিত বিষয়াদির জন্য উক্ত তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফিস কিংবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইলে তদপেক্ষা কম পরিমাণ ফিস রেজিষ্ট্রারের নিকট জমা দিতে হইবে। (২) এই আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রদত্ত সকল প্রকার ফিস এতদুদ্দেশ্যে বিনির্দিষ্ট সরকারী হিসাব-খাতে জমা দিতে হইবে।	**৩৪৮। ফিসঃ** (১) তফসিল-২ তে উল্লিখিত বিষয়াদির জন্য উক্ত তফসিলে বিনির্দিষ্ট ফিস কিংবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইলে তদপেক্ষা কম পরিমাণ ফিস রেজিষ্ট্রারের নিকট জমা দিতে হইবে। (২) এই আইন অনুযায়ী রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রদত্ত সকল প্রকার ফিস এবং জরিমানা এতদুদ্দেশ্যে বিনির্দিষ্ট সরকারী হিসাব-খাতে জমা দিতে হইবে।	**যেহেতু রেজিস্ট্রার ফিস আদায়ের পাশাপাশি জরিমানা আদায়ের বিধান নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে, সুতরাং "জরিমানা" শব্দটি আলোচ্য ধারায় সংযোজন আবশ্যক।**
৩৬)	**৩৫৬। জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ** কোন জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি এই খন্ডের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের পূর্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা:- (ক) ঐ সকল ব্যক্তির নাম, ঠিকানা এবং পেশা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা যাহারা তালিকার তারিখের অনধিক ছয়দিন পূর্বে উক্ত কোম্পানির সদস্য ছিলেন এবং তত্সহ তাহাদের ধারণকৃত শেয়ার বা ষ্টকের পরিমাণ এবং এইরূপ শেয়ারের চিহ্নিতকারী কোন নম্বর থাকিলে সেই নম্বর; (খ) কোম্পানির গঠন বা নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্তকারী দলিল (deed of settlement) শরিকানা চুক্তি (contract of co-partnery) অথবা অন্যবিধ দলিলের অনুলিপি; এবং	**৩৫৬। জয়েন্ট-স্টক কোম্পানির নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ** কোন জয়েন্ট- স্টক কোম্পানি এই খন্ডের বিধান অনুযায়ী নিবন্ধনের পূর্বে রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা:- (ক) ঐ সকল ব্যক্তির নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর, মোবাইল নম্বর, টিআইএন নম্বর, ই-মেইল এবং পেশা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা যাহারা তালিকার তারিখের অনধিক ছয়দিন পূর্বে উক্ত কোম্পানির সদস্য ছিলেন এবং তৎসহ তাহাদের ধারণকৃত শেয়ার বা ষ্টকের পরিমাণ এবং এইরূপ শেয়ারের চিহ্নিতকারী কোন নম্বর থাকিলে সেই নম্বর; (খ) কোম্পানির গঠন বা নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্তকারী দলিল (deed of settlement) শরিকানা চুক্তি (contract of co-partnery) অথবা অন্যবিধ দলিলের অনুলিপি; এবং	**কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারের পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ ও তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য।**

	(গ) কোম্পানিটি যদি একটি সীমিতদায় কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেপূর্বক একটি বিবরণী :- (অ) কোম্পানির নামিক শেয়ার-মূলধন, এবং যত সংখ্যক শেয়ারে ইহা বিভক্ত তাহার সংখ্যা কিংবা যে পরিমাণ ষ্টক লইয়া উক্ত মূলধন গঠিত সেই পরিমাণ; (আ) গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা এবং শেয়ার-প্রতি কত টাকা পরিশোধিত উহার পরিমাণ; (ই) নামের শেষ শব্দ হিসাবে 'লিমিটেড' বা 'সীমিতদায়' শব্দটিসহ কোম্পানির নাম; (ঈ) কোন কোম্পানিকে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানিরূপে নিবন্ধিকৃত করা অভিপ্রেত হইলে, গ্যারান্টির পরিমাণ ঘোষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত।	(গ) কোম্পানিটি যদি একটি সীমিতদায় কোম্পানি হিসাবে নিবন্ধিত করা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয় উল্লেপূর্বক একটি বিবরণী :- (অ) কোম্পানির নামিক শেয়ার-মূলধন, এবং যত সংখ্যক শেয়ারে ইহা বিভক্ত তাহার সংখ্যা কিংবা যে পরিমাণ স্টক লইয়া উক্ত মূলধন গঠিত সেই পরিমাণ; (আ) গৃহীত শেয়ারের সংখ্যা এবং শেয়ার-প্রতি কত টাকা পরিশোধিত উহার পরিমাণ; (ই) নামের শেষ শব্দ হিসাবে এ আইনের ১১ক ধারা অনুযায়ী কোম্পানির নাম; (ঈ) কোন কোম্পানিকে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানিরূপে নিবন্ধিকৃত করা অভিপ্রেত হইলে, গ্যারান্টির পরিমাণ ঘোষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত।	

৩৭)	**৩৫৭। জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি ভিন্ন অন্যবিধ কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ** এই খণ্ডের বিধান অনুযায়ী জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি নহে এমন কোন কোম্পানি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা :- (ক) কোম্পানির পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা ও পেশা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা; (খ) কোম্পানির গঠন ও নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্তকারী দলিল, শরিকানা চুক্তি অথবা অন্যবিদ কোন দলিলের অনুলিপি; এবং (গ) কোন কোম্পানিকে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানিরূপে নিবন্ধিকৃত করা অভিপ্রেত হইলে গ্যারান্টির পরিমাণ ঘোষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত ।	**৩৫৭। জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি ভিন্ন অন্যবিধ কোম্পানি নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ** এই খণ্ডের বিধান অনুযায়ী জয়েন্ট-ষ্টক কোম্পানি নহে এমন কোন কোম্পানি নিবন্ধনের উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট নিম্নবর্ণিত দলিলপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা :- (ক) কোম্পানির পরিচালকগণের নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর, মোবাইল নম্বর, টিআইএন নম্বর, ই-মেইল, ও পেশা উল্লেখপূর্বক একটি তালিকা; (খ) কোম্পানির গঠন ও নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্তকারী দলিল, শরিকানা চুক্তি অথবা অন্যবিদ কোন দলিলের অনুলিপি; এবং (গ) কোন কোম্পানিকে গ্যারান্টি দ্বারা সীমিতদায় কোম্পানিরূপে নিবন্ধিকৃত করা অভিপ্রেত হইলে গ্যারান্টির পরিমাণ ঘোষণা করিয়া একটি সিদ্ধান্ত ।	**কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারের পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ ও তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করে নির্ভরযোগ্য তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য।**
৩৮)	**এক ব্যক্তি কোম্পানি গঠন, নিবন্ধন, পরিচালনা, ইত্যাদি** **৩৯২গ। এক ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার মূলধন, ইত্যাদিঃ** (১) এক ব্যক্তি কোম্পানির- (ক) পরিশোধিত শেয়ার মূলধন হইবে অন্যূন পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং অনধিক পাঁচ কোটি টাকা; এবং (খ) অব্যবহিত পূববর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক টার্নওভার অন্যূন এক কোটি টাকা এবং অনধিক পঞ্চাশ কোটি টাকা। (২) যদি এক ব্যক্তি কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত পরিমাণ	**এক ব্যক্তি কোম্পানি গঠন, নিবন্ধন, পরিচালনা, ইত্যাদি** **৩৯২গ। এক ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার মূলধন, ইত্যাদিঃ** (১) এক ব্যক্তি কোম্পানির- (ক) পরিশোধিত শেয়ার মূলধন হইবে অন্যূন পাঁচ লক্ষ টাকা এবং অনধিক পঞ্চাশ কোটি টাকা; এবং (খ) বিলুপ্ত (২) যদি এক ব্যক্তি কোম্পানির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত পরিমাণ হইতে অধিক হয় এবং অব্যবহিত পূববর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক টার্নওভার একশত কোটি টাকার অধিক হয়, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে, এক ব্যক্তি কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অথবা, ক্ষেত্রমত, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা যাইবে।	**একক মালিকানার ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা উদ্যোগকে এক ব্যক্তি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করার সুযোগ সৃষ্টি করা।**

	হইতে অধিক হয় এবং বার্ষিক টার্নওভার উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এ উল্লিখিত পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে প্রয়োজনীয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে, এক ব্যক্তি কোম্পানিকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি অথবা, ক্ষেত্রমত, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তর করা যাইবে।		
৩৯)		**৪০১খ। দেশীয় কর্তৃপক্ষ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময়ঃ** ১। রেজিস্ট্রার, কোনো আইনসম্মত অনুরোধের ভিত্তিতে অথবা প্রয়োজনবোধে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে দায়িত্বপ্রাপ্ত বা সংশ্লিষ্ট নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি, কোম্পানির মালিকানা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য প্রদান ও যাচাইয়ের ব্যবস্থা করবেন— ক। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা; খ। মানিলন্ডারিং, এর সম্পৃক্ত অপরাধ এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন-সংক্রান্ত অপরাধের অনুসন্ধান বা তদন্তকারী সংস্থা; গ। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কোনো নিয়ন্ত্রক, তদারকি, তদন্তকারী বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ; এবং ঘ। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯-এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা। ২। উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন এর সম্পৃক্ত অপরাধ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অপরাধের	**তথ্য বিনিময় ও সঠিকতা নিশ্চিতকরণ। BFIU এর সুপারিশের ভিত্তিতে এ ধারাটি সংযোজন করা হয়েছে।**

		অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচারিক কার্যক্রম বা আইনানুগ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে উক্ত তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। ৩। রেজিস্ট্রার কোম্পানি, মালিকানা এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট তথ্যের সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, হালনাগাদকরণ এবং উপধারা (১)-এ উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ/প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট তথ্য যাচাইয়ের লক্ষ্যে একটি নিরাপদ ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা বা নির্ধারিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করবেন। ৪। কেবল গোপনীয়তা, দাপ্তরিক গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা বা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সম্মতি না থাকার অজুহাতে কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আইনসম্মত অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। ৫। তথ্য গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করবে এবং অনুমোদিত দাপ্তরিক উদ্দেশ্য ব্যতীত উক্ত তথ্য ব্যবহার বা প্রকাশ করবে না।	
৪০)		**৪০১গ। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিদেশি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তথ্য বিনিময়ঃ** ১। রেজিস্ট্রার বাংলাদেশের প্রচলিত আইন, প্রযোজ্য আন্তর্জাতিক চুক্তি, পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক বা প্রশাসনিক সহযোগিতা ব্যবস্থার অধীন এবং মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন, দুর্নীতি, কর ফাঁকি, জালিয়াতি বা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধের সঙ্গে কোনো কোম্পানি বা তার প্রকৃত সুবিধাভোগীর সংশ্লিষ্টতার জন্য কোনো বিদেশি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবেন। ২। তবে কোনো অনুরোধ বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা, জনস্বার্থ বা চলমান তদন্ত ও বিচার কার্যক্রমকে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত	**BFIU এর সুপারিশের ভিত্তিতে এ ধারাটি সংযোজন করা হয়েছে।**

		করলে, লিখিত কারণ যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতঃ তা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে। ৩। প্রাপ্ত তথ্য কেবল যে উদ্দেশ্যে চাওয়া হয়েছে সে উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করা, রেজিস্ট্রারের পূর্বানুমতি ছাড়া তা তৃতীয় কোনো পক্ষের নিকট প্রকাশ বা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা এবং পুর্বানুমতি ব্যতীত আদালতে প্রমানক হিসেবে ব্যবহার যাবে না। ৪। রেজিস্ট্রার আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য বিদেশি কোম্পানি নিবন্ধক বা অন্য কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর বা উপর্যুক্ত যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের করতে পারবেন।	